দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ JUN. 8 1999
পৃঃ ৪ কলাম ১-৩

93

বাংলা বানান, উচ্চরণ ও পরিভাষায় অভিন্নতা প্রসঙ্গে

গত ২৯-৫-৯৯ তারিখে দৈনিক ইত্তেফাকের চিঠিপত্র কলামে প্রকাশিত বাংলা বানান উচ্চারণ ও পরিভাষায় অভিন্নতা জরুরী শীর্ষক পত্রে উপস্থাপিত প্রস্তাবের জন্য পত্রলেখককে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের অধিকাংশের মাতৃভাষা বাংলা। কাজেই ঐ ভাষার শব্দের, বানান, উচ্চরণ ও পরিভাষায় অভিন্নতার জন্য ঢাকার বাংলা একাডেমি, কলিকাতার বাংলা একাডেমি এবং অন্যান্য জাতীয় প্রচার মাধ্যমের কার্যকর ভূমিকা পালন করা উচিত।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, ১৯৩৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে একটি বাংলা বানান সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তাহাছাড়া আশি দশকে ঢাকার বাংলা একাডেমি এবং নব্বই দশকে কলিকাতার আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর বাংলা বানান সংস্করণ এবং বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড-এর- "পাঠ্য বইয়ের বানান" নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ঐ কয়েকটি বানান সংস্করণের মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত বানান সংস্করণ ছাড়া অন্য কয়েকটি সংস্করণ অনুযায়ী মূলতঃ অ-তৎসম শব্দের অন্তে ই-কার (ি) হইবে। তবে সাধারণ শিক্ষিত বাঙালীর পক্ষে অ-তৎসম শব্দ চিহ্নিত করা সম্ভব নয় বিধায় শব্দের অন্তে ই-কার/ঈ-কার লইয়া অনেক বিভ্রান্ত হইতেছেন এবং অনেকেই শব্দ নির্বিশেষ শব্দান্তে ই-কার ব্যবহার করিতেছেন। ফলে, প্রায় সর্বত্র বানান ভুল পরিলক্ষিত হইতেছে। সুতরাং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বনান সংস্করণ অধিক গ্রহণযোগ্য।

বানানের ক্ষেত্রে কেহ কেহ নূতনত্ব আনয়নের জন্য কিছু কিছু শব্দের বানান যথেচ্ছভাবে লিখিয়া থাকেন। যেমনঃ বিদ্যুৎ, সাক্ষাৎ-কে বিদ্যুত, সাক্ষাত এবং জয়ন্তী-কে জয়ন্তি ইত্যাদি। আবার কেহ কেহ কোনরূপ যাচাই না করিয়া তাহা অনুসরণও করিতেছেন। ইহা সত্যি দুঃখজনক। উচ্চারণের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক স্বর পরিহার করিলেই মোটামুটি অভিন্নতা বজায় থাকিবে। তবে দুইটি শব্দ "স্থগিত" ও "নিশ্চিত" বানান অনুযায়ী উচ্চারণ হইবে যথাক্রমে স্থোগিতো ও নিশ্চিতো। কিন্তু কেহ কেহ "স্থগিত" ও "নিশ্চিত" উচ্চারণ করিয়া থাকেন। এই ধরনের আরও কিছু শব্দ আছে।

পরিভাষার ক্ষেত্রে উভয় বাংলার মধ্যে ব্যাপক ভিন্নতা রহিয়াছে। এই ক্ষেত্রে অভিন্নতা আনয়ন করা কি আদৌ সম্ভব হইবে? বাংলা বানানের ক্ষেত্রে অভিন্নতা আনয়নের লক্ষ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সংস্করণ এবং স্বীকৃত বাংলা অভিধান (সংসদ বাঙ্গালা অভিধান ও চলন্তিকা) অনুসরণ করা অত্যাবশ্যক। পরিশেষে, উভয় বাংলার বাংলা বানান, উচ্চারণ ও পরিভাষায় অভিন্নতা আনয়নের জন্য উভয় বাংলার ভাষাবিদদের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য। আশা করি, এই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে উভয় বাংলার একাডেমি সক্রিয় অগ্রণী ভূমিকা পালন করিবে।

এ, জেড, এম, কামাল উদ্দিন,
ব্যবস্থাপক (শ্রম ও কল্যাণ),
লতিফ বাওয়ানী জুট মিলস্ লিঃ,
ডেমরা, ঢাকা।